যুগান্তর

0-4 JUN 2008
৩ ৭

সিডর বিধ্বস্ত ৮৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাইক্লোন শেল্টার বানানো হচ্ছে

মনিরুজ্জামান চৌধুরী, *নোয়াখালী থেকে*

নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুরসহ সমুদ্র উপকূলবর্তী সাইক্লোনপ্রবণ এলাকায় ৮৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাইক্লোন শেল্টার কাম একাডেমিক ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকার দাতাসংস্থাগুলোর কাছ থেকে দেড় হাজার কোটি টাকার সহায়তা চেয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন বেসরকারি সাহায্য সংস্থা সূত্র জানায়, প্রতি বছর সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় টর্নেডো, ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুবরণসহ হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। সাইক্লোন শেল্টারের অভাবে টর্নেডো-পূর্ববর্তী সময়ে জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য বলা হলেও নিরাপদ আশ্রয় স্থান না থাকায় উপকূলীয় জনসাধারণ তাদের ভিটেমাটিতে পড়ে থাকে। তাই উপকূলীয় অঞ্চলের ৮৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাইক্লোন শেল্টার কাম একাডেমিক ভবন তৈরি করলে দুর্যোগের সময় মানুষ এসব শেল্টারে আশ্রয় নিতে পারবে। সূত্র জানায়, সম্প্রতি সুপার সাইক্লোন সিডরের আঘাতে ৩০টি জেলার দু'শতাধিক উপজেলায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৫৮২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২ হাজার ৫০০টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত

দাতাসংস্থাগুলোর কাছে দেড় হাজার কোটি টাকা সহায়তা চেয়েছে সরকার

হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় নোয়াখালীসহ সমুদ্র উপকূলবর্তী ৮৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাইক্লোন শেল্টার কাম একাডেমিক ভবন হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পাঠানো সারসংক্ষেপে ঘূর্ণিঝড় ও সিডরে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং আংশিক বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন কার্যক্রমের লক্ষ্যে তিনটি প্রস্তাব দেয়া হয়। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে— সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় নিচতলা ফাঁকা রেখে দোতলায় সাইক্লোন শেল্টার কাম একাডেমিক ভবন নির্মাণ, উপকূল ও দূরবর্তী স্বাভাবিক উঁচু এলাকায় ফ্রেম স্ট্রাকচার সংবলিত পাকা ভবন নির্মাণ এবং নদী ভাঙনকবলিত এলাকায় কাঠ ও আরসিসি পিলার সংবলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ যা প্রয়োজনে অন্যত্র সরিয়ে পুনঃস্থাপন করা যায়। সূত্র আরও জানায়, সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় সিডরসহ বিভিন্ন টর্নেডোতে সমুদ্র উপকূলবর্তী বরিশাল বিভাগে ৩টি কলেজ, ৫৮টি স্কুল, ৫৩টি মাদ্রাসা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। বরগুনায় ৪টি কলেজ, ৬০টি স্কুল এবং ৬০টি মাদ্রাসা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত; পটুয়াখালীতে শেল্টার : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

শেল্টার : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

৬টি কলেজ, ৮১টি স্কুল, ৭৯টি মাদ্রাসা হয়েছে; বাগেরহাটে ১টি কলেজ, ২০টি স্কুল, ১৯টি মাদ্রাসা; ভোলায় ১টি কলেজ, ২১টি স্কুল, ৪০টি মাদ্রাসা, ফিরোজপুরে ১টি কলেজ, ২৬টি স্কুল, ৩টি মাদ্রাসা, ফরিদপুরে ৩টি স্কুল, ৩টি কলেজ; মাদারীপুরে ১টি কলেজ, ১৭টি স্কুল, ৮টি মাদ্রাসা এবং শরীয়তপুরে ৫টি স্কুল; সাতক্ষীরায় ১টি স্কুল; ঝালকাঠিতে ৫টি স্কুল, নড়াইলে ১টি স্কুল ও ১টি মাদ্রাসা, লক্ষ্মীপুরে ১টি স্কুল ও চাঁদপুরে ১টি মাদ্রাসা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এই ৫৮২টি এবং আরও ২৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাইক্লোন শেল্টার কাম একাডেমিক ভবন হিসেবে নির্মাণের চিন্তাভাবনা হচ্ছে।

এছাড়া বরিশালে ৪৬৫, বরগুনায় ৩২৪, পটুয়াখালীতে ৪২৬, বাগেরহাটে ৩৮৯, ভোলায় ২৬০, খুলনায় ২৩, পিরোজপুরে ২৮৩, ফরিদপুরে ২৬৮, মাদারীপুরে ১২১, গোপালগঞ্জে ৮২, শরীয়তপুরে ১০০, সাতক্ষীরায় ৬৩, ঝালকাঠিতে ১৭, যশোরে ১৫, নড়াইলে ১৮, নোয়াখালীতে ১১, নারায়ণগঞ্জে ২২, লক্ষ্মীপুরে ৫৩, চাঁদপুরে ৬১, কুমিল্লায় ৪৪, মাগুরায় ৯টিসহ সর্বমোট ৩ হাজার ৫৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে শিগগিরই একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হবে। এতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধি রাখা হবে। এভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন দাতাসংস্থার কাছে দেড় হাজার কোটি টাকার অর্থ সাহায্য কামনা করেছে বলে জানা গেছে।